টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৭৭ ইং 20th May. 1970 | ১ম সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, স্বাস্থ্যহানিকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

দেশী ও বিলাতী বাচ্চা ও বড়
মুরগী বিক্রয় হয়
নিম্নে অনুসন্ধান করুন—
রতন রায়
রঘুনাথগঞ্জ তরকারী বাজারের সন্নিকটে

স্টুডেন্টস্ ফেভারিট

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

হ'তে যদি চাও হে বাবু
সমাজ-দেহের মাথা,
হিসেব ক'রে কার্য্য কোরো,
কোরো নাকো যা-তা।
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ কবি পক্ষে ॥

পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস সর্বত্র উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রদ্ধানিবেদনের মাধ্যমে কবিপূজার কমতি কোথাও ছিল না। সুদূর পল্লী-গ্রামের এক অতি ক্ষুদ্র পরিবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহত্তম নগরী—কোথাও এই উৎসব অনুষ্ঠানের অভাব দেখিতে পাওয়া যায় নি। তাই পঁচিশে বৈশাখ যেন জাতীয় সৌভাগ্যের জন্মদিবস। সত্য বলিতে কি রবীন্দ্র-প্রতিভা ও রবীন্দ্র চিন্তা ভারতীয় চিন্তাভাবনার মহান্ দীপ্তিকে অনেকটা প্রভাবিত করিয়াছে। 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা'—এই সান্তর ও নিষ্ঠাপূর্ণ আত্ম-নিবেদন যাহা কবি করিয়া গিয়াছেন, আজ এই জনজাগরণের যুগেও তাহার প্রকৃত উপলব্ধি হইল না, ইহা এক পরিতাপের বিষয়। দেশের মাটি মাটি হউক ক্ষতি নাই, দলগঠনে, দলের স্বার্থপূরণে আমরা আত্মনিয়োজিত। কাজেই কবির সেই উদাত্ত আহ্বান, সেই আক্ষেপের বাণী 'যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়' ধূলিমলিন হইতে চলিয়াছে।

বস্তুতঃ মনোবৃত্তির এক অদ্ভুত পরিবর্তন আজিকার দিনে লক্ষ্য করা যায়। বংশগৌরবের উচ্চমঞ্চে থাকিয়াও যিনি সব সময় সমাজের নিম্নতম দীন মানুষটিকে অন্তর দিয়া পাইতে চাহিয়াছিলেন, যিনি জীবনব্যাপী সাধনা সত্ত্বেও তাঁহার সাহিত্যকে সর্বজনীন করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ করিতেছেন—যাঁহার জ্ঞান, কর্ম ও ভাবনার মধ্যে দেশ এবং স্বদেশে যিনি বিশ্বময়ীর আসন পাতা উপলব্ধি করেন, আজিকার জাতীয় জীবনে সেই জ্ঞান, কর্ম ও ভাবনার নিষ্ঠা কোথায়? সবই যেন একটা আন্তরিকতাহীন ফর্মালিটি রক্ষার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সভায় মঞ্চে উঠিয়া আবেগময়ী ভাষায় কবিপ্রণাম-মন্ত্র অনেকেই উচ্চারণ করেন; কিন্তু নিজেই যদি সেই মন্ত্রোপলব্ধি করিতে না পারেন তবে 'মিছে সহকার শাখা, তবে মিছে মঙ্গল কলস'।

আত্মিক ঐক্যের সার্থক চিত্রকর তিনি। কবি দিয়াছেন জাতিকে আত্মসম্মানবোধে সচেতন হইবার পথনির্দেশ। 'আত্মানং বিদ্ধি'—আহ্বানে তিনি পথচলার গানে 'চরৈবেতি' বাণীকে সফল করিয়া তোলার জন্য ক্ষান্তিহীন ছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া আশি বৎসর পর্যন্ত তাঁহার কাব্য সাধনার বিপুল আকার, তাহার নানা রূপ বৈচিত্র্য, ভাবের পথিকের কল্পলোকের বিস্ময়কর অবদান এক বিস্ময়ের বস্তু। আর এই কবিজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল ঠাকুরবাড়ীর মার্জিত ও সুরুচি-পূর্ণ জীবন যাত্রায়, উপনিষদের ধর্মাদর্শে, স্বাদেশিক মনোভাবে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটিল, 'শেষ লেখা'য় কবির বীণা নীরব হইল। এই সুদীর্ঘকালের সাহিত্য আরাধনা বিচিত্র পথ করিয়া চলিয়াছে 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে,' যেমন হয় 'নদী আপন বেগে পাগলপারা'।

শেষ জীবনে কবি চিত্রাঙ্কনে মন দেন। তাঁহার পাণ্ডুলিপির বহু স্থানে কর্তিত অংশে কলমের আঁচড়ে কত বিচিত্র চিত্ররূপ তিনি দিয়াছেন। কবির কথায় 'যে কলম দিয়ে কথার কাব্য লিখি, সেই কলমে রং এবং রেখার কাব্য লিখতে পারি কিনা তারই একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চাই'। শুধু পরীক্ষা নয়, তিনি ইহাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু ইহাও তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। তাই আত্মগত চিত্তে কবি গাহিলেন—

এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।
তার হৃদয়বাঁশি আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে॥

* * *

যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে জীবন-মরণে
গানের টানে মিলুক এসে তোমার চরণে।

পঁচিশে বৈশাখ জনমনকে কবির জ্ঞান-কর্মের আদর্শে দীক্ষিত করুক যে কর্ম সত্য, শিব ও সুন্দরের পথের সন্ধান দিতে পারিবে।

ধুলিয়ানে মে দিবস পালন

গত ১লা মে ধুলিয়ান শাখা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন এবং জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি প্যাকারস ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিশ্বের সর্বহারার ঐক্যের ধ্বনিতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার ধ্বনিতে, অর্জিত অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতির ধ্বনিতে এবং বিধানসভা ভেঙে দিয়ে অন্তবর্ত্তীকালীন নির্বাচনের দাবীতে এক মিছিল অর্জ্জুনপুর, সাঁকোপাড়া, বটতলা, ধুলিয়ান বাজার অতিক্রম করে কাঞ্চনতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ময়দানে জমায়েত হয়। মিছিল শেষে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড মন্মথ সরকার। সভার প্রথম বক্তা কমঃ জামসেদ আলি 'মে দিবসের' উদ্‌যাপনের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করেন। সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমঃ চৈতন্য মণ্ডল, কমঃ তাজামুল হক, কমঃ জেরাত আলি।

উপতুতো ভাই

পশ্চিমে গুর্জ্জর কেশরী মোরারজী গর্জ্জন করিতেছেন—"অবিলম্বে নির্ব্বাচন চাই।" আবার পূর্বে বাংলার বাঘ জ্যোতি বসু হুঙ্কার দিয়াছেন—"অবিলম্বে নির্ব্বাচন না করলে বাংলা বন্ধ করিব।" মোরারজী ও জ্যোতি বসুর কণ্ঠে একই সুর। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? দু' জনেইতো আজ একই নৌকায় বসিয়া আছেন। তাহা ছাড়া দুইজনে মাস্তুতো না হইলেও উপতুতো ভাইতো বটে।

—যুগজ্যোতি

জঙ্গিপুর সংবাদের
সপ্ত-পঞ্চাশত্তম বর্ষ-প্রবেশ

ভগবানের অসীম কৃপায়, গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছায়, গ্রাহক, পাঠক, হিতাকাঙ্ক্ষী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের আনুকূল্যে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজ ষট্-পঞ্চাশত্তম (৫৬শ) বর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্ত-পঞ্চাশত্তম (৫৭শ) বর্ষে পদার্পণ করিল। সন ১৩২১ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ এই ক্ষুদ্র সাপ্তাহিকের জন্মদিন। কিন্তু যিনি ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া ইহার সম্ভাব্য পুষ্টির দিকে অতন্দ্র সজাগ ছিলেন, সেই দাদাঠাকুর, আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব, আজ অমরধামে।

পিতৃদেবের একান্ত নিষ্ঠা ও কর্মোন্মাদনায় উল্লিখিত দিনটিতে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। তখন এই মহকুমা শহরে কোন পত্রিকা ছিল না। কিন্তু কালচক্রের আবর্তনে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজও তাহার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছে। ন্যায়-সত্যের প্রতিষ্ঠা, অসত্যের সহিত আপোষহীন সংগ্রাম এই পত্রিকার আদর্শ। তাই বিভিন্ন সময়ে বহু অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইহা সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল এবং সত্যকে ও সৎকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়াছিল।

মফঃস্বল শহরে এক সহায়সম্বলহীন এই ক্ষুদ্র পত্রিকা এতদিন ধরিয়া জনসেবা করিতে পারিয়াছে তাহা কেবল ইহার স্থির লক্ষ্যের জন্য এবং পত্রিকার হিতকামীদের ঐকান্তিক আগ্রহের জন্য। আমরা স্মরণ করি ইহার প্রতিষ্ঠাতা—সম্পাদক ন্যায়নিষ্ঠ, স্পষ্টবাদী ও নির্লোভী স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়কে। তিনি আজ অমরধামে থাকিয়া তাঁহার মানসসন্তানকে দীর্ঘায়ু হওয়ার আশীর্ব্বাদ করুন। পত্রিকার স্থায়িত্বের মূলে আমাদের গ্রাহক-অনুগ্রাহক ও বিজ্ঞাপন-দাতা। তাঁহাদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাইতেছি।

সংবাদ বিচিত্রা

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ের করিতকর্মা প্রধান শিক্ষক মহাশয় সম্পর্কে এই পত্রিকায় প্রকাশিত নানা সংবাদবিচিত্রা-চিঠিপত্র-প্রশ্ন সম্বন্ধে এই পত্রিকার ১৯শে পৌষ, ১৩৭৩; ২৬শে পৌষ, ১৩৭৩; ৪ঠা মাঘ, '৭৩; ২৭শে ভাদ্র, ১৩৭৪; ৩রা আশ্বিন, '৭৪; ২৪শে আশ্বিন, '৭৪; ৭ই কার্তিক, '৭৪; ৩১শে বৈশাখ, ১৩৭৬ সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য।

অভিনব সংযোজন ঃ

গত ২০/৪/৭০ তারিখ বিদ্যালয়ের ১৯৬৮-৬৯ সালের কিছু খাতাপত্র আটক করিয়া সীলমোহর করা হয়। পূর্বে প্রায়ই এ রকম নাটকের কখন কখন অভিনয় হয়েছিল। এবারের পরিণতিও কি সীল হয়ে রইল ?

হায় সীল, তুমি কী দুঃশীল!

প্রায় তিন বছর আগে বর্তমান প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সুনিপুণ তদারকীতে একটি কোম্পানীকে বিজ্ঞানের জিনিসপত্র খরিদ দরুণ যে টাকা দেয়া হয়, তার মধ্যে ১০০০৲ মূল্যের একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্র ফেরত দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ টাকাটার সেল্‌স্ ট্যাক্স মিটিয়ে দেওয়া হল।

এটা কি কোম্পানীকে বকসীস দান না, প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের **অবাক জলপান? হায় স্যর, 'তুমি কি কেবলি ছবি' শুধু চেয়ারে বসা?**

* * *

এই বৎসর এপ্রিল মাসে আর একটি কোম্পানীর নিকট হইতে বিজ্ঞানের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার জন্য যে মাল কেনা হয় তার মধ্যে ১০৫৲ টাকা মূল্যের কিছু বায়োলজীর জিনিস ফেরত দেওয়া হলেও ঐ টাকার দরুণ সেল্‌স্ ট্যাক্স দেওয়া হয়েছে। বর্তমান কমিটি এই ব্যয়টি অনুমোদন করবেন কি? না, এক্ষেত্রেও প্রধান শিক্ষক মহাশয় পরম দুঃসাহসে—

নিস্পন্দ নির্বাক
যার যত খুসী শুধু বকে যাক।

* * *

বর্তমান কমিটি এঁর কাছ থেকে দফায় দফায় বিভিন্ন বিল-ভাউচার চেয়ে পাচ্ছেন না। চাইলেই বলেন 'খুঁজে দেখতে হবে'। বিল-ভাউচারগুলো হারিয়েছে নাকি? কিংবা ওগুলি লজ্জায়-ঘেন্নায় মুখ ঢেকেছে? কবে উত্তর পাওয়া যাবে কে জানে?

'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল'!

সি, পি, এম যাতে আর শাসনের আসনে বসতে না পারে বাংলার জনসাধারণকে এই সঙ্কল্পই নিতে হবে। —অজয় মুখার্জী

গত ১৮ই মে সোমবার রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জিপার্ক ময়দানে জঙ্গিপুর শাখা বাংলা কংগ্রেসের ডাকে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।' এই সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় অজয়কুমার মুখার্জী মহাশয়। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে বলেন—সি, পি, এম পশ্চিম-বাংলায় ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করেছিল। নিরীহ জনসাধারণের উপর পাশবিক অত্যাচার, জমির ধান লুঠ, পুকুরের মাছ লুঠ, নারীর সতীত্ব হরণ—এই ছিল তাদের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ। সি, পি, এম কর্ম্মীরা গলায় লাল রুমাল বেঁধে, চোঙা প্যাণ্ট পরে দেশ সেবার নামে দেশকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। অজয়বাবুর ভাষণের সময় সমবেত জনতা বার বার করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। এছাড়া বক্তৃতা করেন হরিদাস মিত্র মহাশয়। তিনি বলেন—আজকে আর সি, পি, এম বীরপুঙ্গবদের বীরত্ব পথে-ঘাটে খুব একটা দেখা যায় না, যেমনটি দেখা যেত রাষ্ট্রপতি শাসনের পূর্বে। 'আজকে ওরা ভীত ইঁদুরের মত যে যার গর্ত্তে আত্মগোপন করতে ব্যস্ত।' শ্রীকুবেরচাঁদ হালদার এম, এল, এ মহাশয় এ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

তুলসীবিহার মেলা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও বৈশাখ সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীতে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ বৎসর মেলাতে নূতন কোন আকর্ষণীয় জিনিস দেখা যাইনি। সেই পূর্বের মত পুতুল নাচ্, চিড়িয়াখানা-ই মেলার শোভাবর্দ্ধন করছিল। মেলায় একটি জিনিস বোধ হয় অনেকেরই গোচরীভূত হয়েছিল তা হ'ল—স্থানীয় কিছু ভদ্র-সন্তানকে ইতরামি করতে। যেমন—মেয়ে দেখলে তাদের দিকে অভদ্রভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে। মেয়েদের উদ্দেশ্যে অশোভনীয় বাক্য প্রয়োগ করতে। এই কি স্বাধীন দেশের শালীনতার প্রতিচ্ছবি?

বাংলা গান ও ইংরাজী তরজমা

বিগত ১৯৩৫ সালে মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন জেলা-শাসক মিঃ ও, এম, রীজ, আই-সি-এস বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। তিনি কেবল ইংরাজী ও বর্ম্মাদেশের ভাষা জানতেন। তখনকার মহকুমা-শাসক শ্রীমণীন্দ্রকুমার সেন ও বিদ্যালয়ের সম্পাদক স্বর্গীয় শশিভূষণ রায় মহাশয়দ্বয়ের অনুরোধে আমার পূজনীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় রীজ সাহেবের সম্বর্দ্ধনার জন্য নিম্নের বাংলা গান ও তার ইংরাজী তরজমা রচনা করেন। একই সুরে বাংলা ও ইংরাজী সঙ্গীত গীত হয়। গান শুনে সাহেব খুব মুগ্ধ হয়ে রচয়িতার ভূয়সী প্রশংসা করেন ও ৮/১০ খানি মুদ্রিত কাগজ সংগ্রহ করেন। সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর পর নববর্ষ প্রবেশ উপলক্ষে গানখানি মুদ্রিত করা হইল।

—সম্পাদক

এসো আনন্দে গান গাহি।
সেইদিন পেয়েছি,—ছিলাম
যে দিনের মুখ চাহি।

(১)

যতই কাঙাল হইনা মোরা,
আজকে ভাগ্যবান্।
ম্যাজিষ্ট্রেট এসেছেন পেয়ে
আমাদের আহ্বান।

(২)

হৃদয়-কুসুম ধুয়ে
আনন্দাশ্রু জলে,
মালা গেঁথে পরিয়ে দিব
আমরা তাঁরি গলে।

(৩)

অতিথি এসেছেন যত,
সবাই জ্ঞানী মানী ;
পল্লীশিশু—আমরা পূজার
পদ্ধতি না জানি।

(৪)

দেখুন মোদের বাসের গৃহ—
খড়ের চালের তলে,
ঐ অট্টালিকা হ'তেই মোরা
আসি দলে দলে।

(৫)

অনশনে অর্দ্ধাশনে
দিন কাটে বাপ মার,
তেমনি ভাবেই হবে মোদের
অতিথি সৎকার।

(Now) Let us sing a song,—
We have got that happy moment,
Expected so long.

(1)

How-so-ever poor we may be,
Lucky we are great,
Amongst us we receive our
District Magistrate.

(2)

Stringing the blossoms of the bosom
Garland we make,
Washing with tears of joy,
Decorate his neck.

(3)

Our guests are all educated,
Respectable men,
We, the village-boys don't know
How to entertain.

(4)

Look at our dwelling house,
Roofed with straw-thatch,
From those palaces we are
Coming batch by batch.

(5)

Our parents live from hand to mouth,
Sometimes they starve,
No arrangement of welcoming,
Which you deserve.

জমির রিটার্ণ দাখিল প্রসঙ্গে

রায়তী সম্পত্তি রিটার্ণ দাখিলের তারিখ ৩১শে জুলাই পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গেল। পশ্চিমবঙ্গে মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ রায়তী খতিয়ান আছে। এর জন্যে মোট ৪ কোটি ১০নং রিটার্ণ ফরম লাগবে। ইতিমধ্যে সরকার ১ কোটি ফরম ছাপিয়ে বিলি করছেন। যে কেহ এই ফরম ছাপাইয়া নিতে পারেন অথবা ফরমটি নকল করিয়া রিটার্ণ দাখিল করিতে পারেন। সরকারী নির্দেশ কলিকাতা কর্পোরেশন এলাকাভুক্ত জায়গা ছাড়া সমস্ত জায়গারই রায়তী সত্বের জন্য এই রিটার্ণ জমা দিতে হবে। যদিও সরকারী নির্দেশ জে-এল-আর-ও-গণ ফরম ভর্ত্তির ব্যাপারে সাহায্য করবে। কিন্তু ঐ অফিসে এত ভিড় যে কোন সাহায্যই কেউ পাচ্ছেন না। অনেকে তহশীলদারদের শরণাপন্ন হচ্ছে কিন্তু সেখানেও নাকি মোটা টাকা দর্শনী দিতে হচ্ছে। অথবা ফরম লিখিত হিসাবাদি তহশীলদারদের নিকট ছাড়া পাবার উপায় নাই। তাছাড়া ফরম ভর্ত্তি করতে যে সেটেলমেণ্ট রেকর্ড প্রয়োজন তা অনেকেই এখনও সংগ্রহ করতে পারেনি। এত সব সমস্যা কিন্তু উপরওয়ালাদের বিশেষ তৎপরতা আছে বলে মনে হয় না।

কবিপ্রণাম

গত ১৭ই মে স্থানীয় যুবকগণের প্রচেষ্টায় রঘুনাথগঞ্জ পুরাতন হাসপাতাল প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমতী শকুন্তলা চৌধুরী। বিভিন্ন শিল্পী কর্তৃক রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নানা যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হিসাবে শ্রীস্বদেশ আচার্য্য, শ্রীশ্যামল সাহা, শ্রীচিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতকুমার ঘোষ প্রভৃতির প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা

আরও বেশী সুযোগ সুবিধা ঘোষণা

আজ সঞ্চয় করুন

আয় বৃদ্ধি করুন

নতুন সিকিউরিটি—অধিকতর লাভ—পছন্দসই

লগ্নীর উপায় বৃদ্ধি—আকর্ষণীয় কর রেহাই—সময়সীমা হ্রাস

১২ বছর মেয়াদী জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট, ১০ বছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা ডিপজিট সার্টিফিকেট ও ১০ বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (পঞ্চম পর্য্যায়) বিক্রয় ১৪ই মার্চ্চ ১৯৭০ থেকে বন্ধ হ'য়েছে। এগুলির বদলে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীর নতুন সার্টিফিকেট প্রচলিত হয়েছে :

ক (১) ৭-বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (২য় পর্য্যায়)

মূল্যমান ১০, ১০০, ১০০০, ৫০০০ টাকা, আয়কর মুক্ত সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৫৬/৭% অর্থাৎ মেয়াদ অন্তে ১০০ টাকার সার্টিফিকেটে পাওয়া যাবে ১৪১ টাকা।

(২) ৭-বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৩য় পর্য্যায়)

মূল্যমান ১০০, ১০০০ ও ৫০০০ টাকা, আয়করমুক্ত সুদ ৫% হারে প্রতি বছর দেওয়া হ'বে এবং মেয়াদ অন্তে আসল টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

(৩) ৭-বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৪র্থ পর্য্যায়)

মূল্যমান ১০০, ১০০০ ও ৫০০০ টাকা, সুদ ৭½% হারে প্রতি বছর দেওয়া হ'বে এবং আসল টাকা মেয়াদ অন্তে ফেরত দেওয়া হ'বে। কেবলমাত্র ব্যক্তির নামে কেনা যাবে এবং বয়সীমা নির্দ্ধারিত নাই।

উল্লিখিত তিনটি সার্টিফিকেটই কেনার তিন বছর পরে অথবা ক্রেতার মৃত্যু হ'লে এক বছর পরেই ভাঙ্গানো যাবে।

খ। অন্যান্য স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পে সুদ ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা।

(১) পোষ্ট অফিস টাইম ডিপজিট (১ বছর, ৩ বছর ও ৫ বছর মেয়াদী)

৫০ টাকার গুণিতকে জমা এবং কেবলমাত্র ব্যক্তির নামে দেওয়া যাবে, আমানতের সীমা নাই। বাৎসরিক সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে ১ বছর মেয়াদে ৫½% ৩ বছর মেয়াদে ৬½% ও ৫ বছর মেয়াদে ৬৩/৪% দেওয়া হ'বে।

(২) পোষ্ট অফিস রেকারিং ডিপজিট (৫ বছর মেয়াদী)

মাসিক ৫ টাকার গুণিতকে নির্দিষ্ট জমা কেবলমাত্র ব্যক্তির নামে রাখা যাবে। আমানতের সীমা নেই, মেয়াদ অন্তে বাৎসরিক ৬½% হারে সুদসহ আসল টাকা ফেরত পাওয়া যাবে।

(৩) ৫ বছর মেয়াদী ফিক্সড্ ডিপজিট

৫০ টাকার গুণিতকে জমা কেবলমাত্র ব্যক্তির নামে রাখা যাবে, আমানতের সীমা একক নামে ২৫০০০ টাকা ও যুগ্ম নামে ৫০০০০ টাকা। আয়করমুক্ত সুদের হার বাৎসরিক ৫·২০%। তিন বছর পরেও তোলা যাবে।

গ। পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট

আয়করমুক্ত সুদের হার বাৎসরিক ৩½% এবং সমগ্র আর্থিক বছর অন্যূন ১০০ টাকা জমার উপরে ৪% তা ছাড়া ২ বা ৩ বছরের জন্য ১০০ টাকার গুণিতকে "বদ্ধ আমানতে" যথাক্রমে ৪½% ও ৪½% চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ পাওয়া যাবে। সীমা একক নামে ২৫০০০ টাকা ও যুগ্ম নামে ৫০০০০ টাকা, প্রতিষ্ঠানের জন্য সীমা স্বতন্ত্র।

ঘ। ক্রমবর্দ্ধমান নির্দ্দিষ্ট মেয়াদী জমা (৫, ১০, ১৫ বছর মেয়াদী)

মাসিক ৫ টাকা বা তার গুণিতকে একক নামে ৫০০ টাকা ও যুগ্ম নামে দ্বিগুণ জমা দিয়ে ৫ ও ১০ বছর মেয়াদী জমায় বাৎসরিক চক্রবৃদ্ধি হারে ৪·৮০% ও ১৫ বছর মেয়াদী জমায় ৫% হারে আয়কর মুক্ত সুদসহ জমা টাকা মেয়াদ অন্তে পাওয়া যাবে। অন্যান্য নানাবিধ সুবিধা আছে, তা ছাড়া ১০ ও ১৫ বছর মেয়াদী জমার আয়করের রিবেট পাওয়া যাবে।

বিশদ বিবরণের জন্য পত্রালাপ বা সংযোগ করুন পশ্চিমবঙ্গ স্বল্প সঞ্চয় অধিকার, অর্থ বিভাগ, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—১, আঞ্চলিক অধিকর্ত্তা, জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা—১৩, জেলাতে জেলা সঞ্চয় সংগঠক অথবা নিকটবর্ত্তী ডাকঘরের পোষ্ট মাষ্টার-এর সঙ্গে।

জেলা তথ্য অফিস, মুর্শিদাবাদ বি-৭ (৫)

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮৩।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য **আর. পি. ওয়াচ কোং** র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·৫০ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮০·০০ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৫·০০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ২৫·০০ টাকা। চারি টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)